গবেষণা প্রতিবেদন

বাংলাদেশে সাইবার অপরাধপ্রবণতা-২০২৩

প্রকাশকাল: ২০ মে ২০২৩

(৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী)

ccabd.org | Cyber Crime Awareness Foundation

Be Cyber Smart

বাংলাদেশে সাইবার অপরাধপ্রবণতা-২০২৩

গবেষণা পর্ষদ

ওবায়দুল্লাহ আল মারজুক, পর্ষদ প্রধান
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগ ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)

গবেষণা সহকারী
নাসরিন জেবিন
মো. আল-আমিন
সাফায়েত হোসেন সাকিব
আদৃতা আরিফ
নাফিস রহমান
স্বর্ণা সাহা

তত্ত্বাবধানে

কাজী মুস্তাফিজ
সভাপতি, সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন; সম্পাদক, সাইবারবার্তা.কম

ইমদাদুল হক
সহ-সভাপতি, সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন; নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিবাংলাটেক

খালেদা আক্তার লাবনী
কার্যনির্বাহী সদস্য (কর্মসূচি উন্নয়ন), সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা:
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের সম্মানিত উপদেষ্টাবৃন্দ, অন্যান্য চ্যাম্পিয়ন সদস্য ও খাত সংশ্লিষ্টরা মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে এ প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ:
সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন
ফ্ল্যাট: বি ৫, বাড়ি: ৬৪, পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ইমেইল: info@ccabd.org, aidcca@gmail.com
ফোন: ০১৯৫৭৬১৬২৬৩
www.ccabd.org

১) প্রেক্ষাপট

গত এক দশকে ডিজিটাল অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় স্মার্ট সংযুক্তির পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত দেশের মোট জনসংখ্যার ১০৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ টেলিডেনসিটি (ভয়েস ও ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন), ৭১ দশমিক ৮৩ শতাংশ ইন্টারনেট পেনেট্রেশন, ৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ ফিক্সড ব্রডব্যান্ড, ও ৬৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ মোবাইল ব্রডব্যান্ড সংযুক্তি অর্জন করেছি আমরা (সূত্র: বিটিআরসি)। এদিকে একই মাসে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে এক লাখ ৮ হাজার ৪৬৭ কোটি টাকার। এছাড়াও ইয়ার-অন-ইয়ার লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ২২ শতাংশ বা ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। এমন পরিস্থিতিতে অনলাইন বা অন্তর্জাল নিছক কোনো বিলাসিতা নয়। অন্তর্জালই ভবিষ্যত জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনলাইন সুরক্ষার গুরুত্ব সবার ওপরে।

সেই অগ্রাধিকারকে বিবেচনায় নিয়ে সবার জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিতের অভিপ্রায়ে ২০১৫ সালের ২০ মে থেকে প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব গঠন, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন। এরই অংশ হিসেবে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে দেশের সাইবার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে আসছে। ২০১৮ সাল থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে ভুক্তভোগীদের সরাসরি অংশগ্রহণমূলক জরিপের ভিত্তিতে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এবারের (২০২৩) গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে পঞ্চমবারের মতো তুলে ধরা হলো বাংলাদেশের সাইবার প্রতিচিত্র।

২) প্রতিচিত্র

বিগত আট বছরের (২০১৫ থেকে ২০২২) জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ক্রমেই বাংলাদেশে নতুন ধরনের সাইবার অপরাধের মাত্রা বাড়ছে। একইসঙ্গে দৈনিন্দিন জীবনে ব্যস্ততার কারণে মানুষের অনলাইনে কেনাকাটার অভ্যেস বাড়ার সুযোগ নিচ্ছে প্রতারক চক্র। অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছে মানুষ। অ্যাপের মাধ্যমে ঋণের নামে ফাঁদের মতো অভিনব পদ্ধতিতে নানা ধরনের আর্থিক অপরাধের প্রবণতা বাড়লেও আইনের শরণাপন্ন হওয়ার প্রবণতা কমছে।

৩) পর্যবেক্ষণ

ডিজিটাল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং অনলাইন পরিষেবার প্রসারের ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও সাইবার হুমকি এবং আক্রমণের জন্য ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ সরকার সাইবার নিরাপত্তার গুরুত্ব স্বীকার করে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। আইনি কাঠামো বৃদ্ধি, সাইবার নিরাপত্তা নীতি প্রতিষ্ঠা, ডিজিটাল সম্পদ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রগতির জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এসব উদ্যোগের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর সনদ প্রদানের পাশাপাশি সাইবার সচেতনতা গড়ে তোলা, সাইবার অপরাধ দমন, শনাক্ত, তদন্তসংক্রান্ত নানা কাজে ২০১১ সালের মে মাসে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের (আইসিটি) সংস্থা কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটি (সিসিএ), বাংলাদেশের জাতীয় ডাটা সেন্টার ও সরকারের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৫ সালে আইটি ও সাইবার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিজিডি ই-গভ সার্ট নামে একটি বিশেষ টিম গঠন, ২০১৮ সালের অক্টোবরে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) সাইবার পুলিশ সেন্টার ইউনিট গঠন, ২০২০ সালে পুলিশ সদর দপ্তরে 'সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' ইউনিট এবং ২০২১ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে দায়ের করা মামলার বিচারের জন্য সারা দেশে ৮টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সাইবার দুর্বৃত্তায়ন থেকে সামাজিক সুরক্ষার জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এর থেকে উত্তরণের পদক্ষেপগুলো দেশব্যাপী প্রচারের লক্ষ্যে 'সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে শিল্প' শীর্ষক কর্মসূচি ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলা করে চলেছে, যার জন্য ক্রমাগত মনোযোগ এবং উন্নতি প্রয়োজন। বিশেষ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার নিয়ে চলমান তর্কবিতর্ক পরিস্থিতিকে আরো শঙ্কাজনক করে তুলছে।

আশার ব্যাপার হলো এই যে, এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে বাংলাদেশের সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনও এগিয়ে আসছে। তবে সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এ কারণে বিক্ষিপ্তভাবে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হচ্ছে না।

বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন সাইবার অপরাধ যেসব আইনে বিচার হচ্ছে সেগুলো হলো- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮।

গত আড়াই বছরে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল অপরাধ বিভাগের ৪০৬টি মামলার তথ্য অনুযায়ী ব্যবহারকারীর অজান্তে ফেসবুকসহ বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রতারণার ঘটনা ঘটছেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লোভনীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার ফাঁদে ফেলার মাধ্যমে প্রতারণা। আবার দামি রেস্তোরাঁয় খাবারের ভুয়া ফরমাশ দেওয়াসহ নানা কায়দায় মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র।

ডিএমপির ৪০৬টি মামলার মধ্যে অনলাইন প্রতারণার মামলাই ৯৮টি, যা মোট মামলার প্রায় ২৪ দশিমক ১৩ শতাংশ। এরপরেই রয়েছে ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে (হ্যাক করে) অনলাইনে হয়রানির ঘটনা ৯৭টি (২৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ)। এ ছাড়া অনলাইনে মানহানিকর বক্তব্য ও মিথ্যা তথ্য প্রচারের অভিযোগে ৭৮টি (১৯ দশিমক ২১ শতাংশ) এবং ব্যাংকমুঠোফোনে আর্থিক সেবায় প্রতারণার ৭২টি মামলা (১৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ) রয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য সাইবার অপরাধের অভিযোগে ৬১টি (প্রায় ১৫ দশমিক ০২ শতাংশ) মামলা হয়েছে। *(সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ৮ মে ২০২৩)*

সাইবারজগতে নারী ভুক্তভোগীদের সহায়তা দিতে ২০২০ সালে গঠিত পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন ইউনিটে ৩০ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অভিযোগ জমা পড়ে ৩৪ হাজার ৬০৫। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ২৬ হাজার ৫৯২। অভিযোগকারীদের মধ্যে আট হাজার ৯৪৭ জন ভুক্তভোগী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন। (*সূত্র: পুলিশ সদর দপ্তর*)

৪. গবেষণার উদ্দেশ্য

তথ্য, প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট থেকে দেশের সর্বস্তরের ব্যক্তিদের সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগ এমন গ্যারান্টি দেওয়ার চেষ্টা করছে যেন এমনকি সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ইন্টারনেট অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে পারে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য সাইবার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা, তাদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের সম্ভাব্য সমাধান। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নীচে অন্তর্ভুক্ত করা হলো:

১. সাইবার অপরাধের ধরন এবং বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞায়িত করা।

২. একজন ব্যক্তির বয়স, কর্মজীবন এবং জেন্ডারভেদে সাইবার অপরাধের ধরন শনাক্ত করা।

৩. মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুক্তভোগীর পরিস্থিতি যাচাই করা।

৪. আইনি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের যে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয় তা চিহ্নিত করা।

৫. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং নীতিমালা কার্যকর করতে তাদের সহায়তা করা।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

বিগত বছরগুলোর মতই বালিঘড়ি মডেল কাঠামোর (Sand Clock Strategy) ভিত্তিতে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। সিসিএ ফাউন্ডেশন গত আট বছর ধরে ব্যক্তি পর্যায়ে যারা সাইবার অপরাধের শিকার তাদের নিয়ে জরিপের মাধ্যমে এই গবেষণা চালিয়ে এসেছে। চলমান গবেষণায় ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে ১৪ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিগত চারটি প্রতিবেদনের প্রথম প্রতিবেদনে (প্রকাশ ২০১৮) ১৩৩ জন, দ্বিতীয় প্রতিবেদনে (প্রকাশ ২০১৯) ১৩৪ জন, তৃতীয় প্রতিবেদনে (প্রকাশ ২০২১) ১৬৮ জন, চতুর্থ প্রতিবেদনে (প্রকাশ ২০২২) ১৯৯ জন এবং সবশেষ ও পঞ্চম প্রতিবেদনে (প্রকাশ ২০২৩) ২১৭ জন উত্তরদাতা বিভিন্ন আঙ্গিকে মোট ১৮টি প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করেন। জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্নগুলো বিশ্বব্যাপী এই সংক্রান্ত গবেষণা থেকে স্থানীয় সংস্কৃতি ও বাস্তবতার আলোকে নির্বাচিত করা হয়েছে। সাইবার অপরাধের নানা বিষয় ছাড়াও তারা সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে তাদের পরামর্শও তুলে ধরেন। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্য প্রদানকারী সকল মানুষই গবেষণা চলাকালে কোনো না কোনোভাবে সাইবার অপরাধের শিকার হয়েছেন। তাদের তথ্য গবেষণার নিমিত্তে ব্যবহারে যথাযথভাবে অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। গবেষণায় তথ্য প্রদানকারীদের পরিচয় সকল পর্যায়ে অপ্রকাশিত রাখা হয়েছে। তথ্য প্রদানকারী সকলেই স্বেচ্ছায় তথ্য প্রদান করেছেন। মূলত জরিপে অংশগ্রহণকারী সকলেই অনলাইনে প্রশ্নপত্রটি পুরণ করেছেন। সুতরাং এখানে কোনো ধরনের নির্বাচন পক্ষপাতিত্ব (selection bias) তৈরি হয়নি।

***সংযুক্তি ১**-এ তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত জরিপের ফরমের একটি নমুনা তুলে ধরা হয়েছে।*
প্রাথমিক সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল সামগ্রিক গবেষণার কৌশলের আলোকে মাইক্রোসফট্ অ্যাক্সেল সফটওয়্যারের মাধ্যমে সাজানো ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তথ্যের অসঙ্গতির কারণে প্রায় ৪৯টি উত্তর মূল ব্যাখ্যা ও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৬. বিশ্লেষণ কাঠামো

এই বিষয়ে বিশ্বব্যাপী যে জ্ঞানের প্রাচুর্য, তার ভিত্তিতে গবেষণার উদ্দেশ্যের অনুগামী কিছু চলক (variable) প্রথমেই নিরূপণ করে নেওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে চিরায়ত জনমিতির চলকগুলোর (যেমন: বয়স, জেন্ডার, বসবাসের স্থান, ইত্যাদি) পাশাপাশি সেসব চলকগুলোর ভিত্তিতে বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা ও আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে সারণী ও চিত্রের সাহায্যে বক্ষমান আলোচনাকে আরো সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

৭. জরিপের সীমাবদ্ধতা

জরিপ পরিচালনায় শুধুমাত্র ভুক্তভোগীদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যারা ঝুঁকিতে আছে, তাদের মতামত এখানে প্রতিফলিত হয়নি।

৮. গবেষণার ফলাফল: ডিজিটাল সংযুক্তি ও এর আওতা বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে অপরাধের সংখ্যা। সেখানে যুক্ত হচ্ছে নতুন ধরনের অপরাধ।

৮.১) নতুন ধরনের অপরাধের মাত্রা বেড়েছে ২৮১ দশমিক ৭৬ শতাংশ

১১টি ট্যাবে করা তথ্য বিশ্লেষণে 'অন্যান্য' অপরাধ ২০২২ সালের প্রতিবেদনে ছিল ১ দশমিক ৮১ শতাংশ। এবারের প্রতিবেদনে এটি ২৮১ দশমিক ৭৬ শতাংশ বেড়ে ৬ দশমিক ৯১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এসব অপরাধের মধ্যে রয়েছে নানা মাত্রিক প্রতারণা। (যেমন: চাকরি দেওয়ার মিথ্যা আশ্বাসে প্রতারণা, ঋণ দেওয়া, প্রতারণামূলক অ্যাপ ব্যবহার, ইত্যাদি)।

এছাড়া বরাবরের মতো অন্তর্জালের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো অপরাধের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হলেও বিগত পাঁচ বছরে তুলনামূলকভাবে কমছে সাইবার বুলিং সংশ্লিষ্ট অপরাধের ঘটনা (অনলাইন ও ফোনে বার্তা পাঠানো, পর্নোগ্রাফি, সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার ও ছবি বিকৃতি)। এ ধরনের অপরাধ ২০২২ সালে ৫২ দশমিক ২১ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ৫৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।

সামাজিক মাধ্যমসহ অন্যান্য আইডি হ্যাকিংয়ের ঘটনাগুলোও ধারাবাহিকভাবে কমলেও আর্থিক সংশ্লিষ্ট প্রতারণা থেমে নেই। ২০২২ সালে ভুক্তভোগীদের ১৪ দশমিক ৬৪ শতাংশই অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

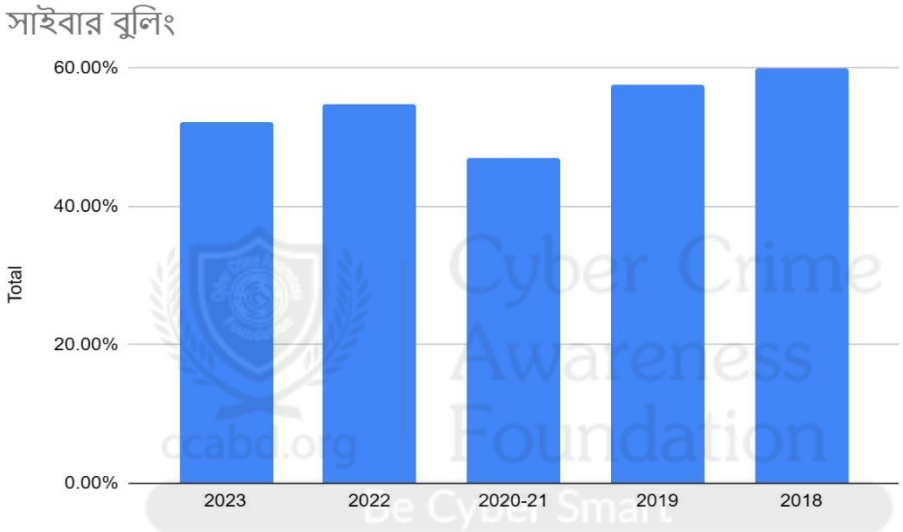

চিত্র ১: পাঁচটি জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে সাইবার বুলিংয়ের শিকার ভুক্তভোগীর পরিসংখ্যান

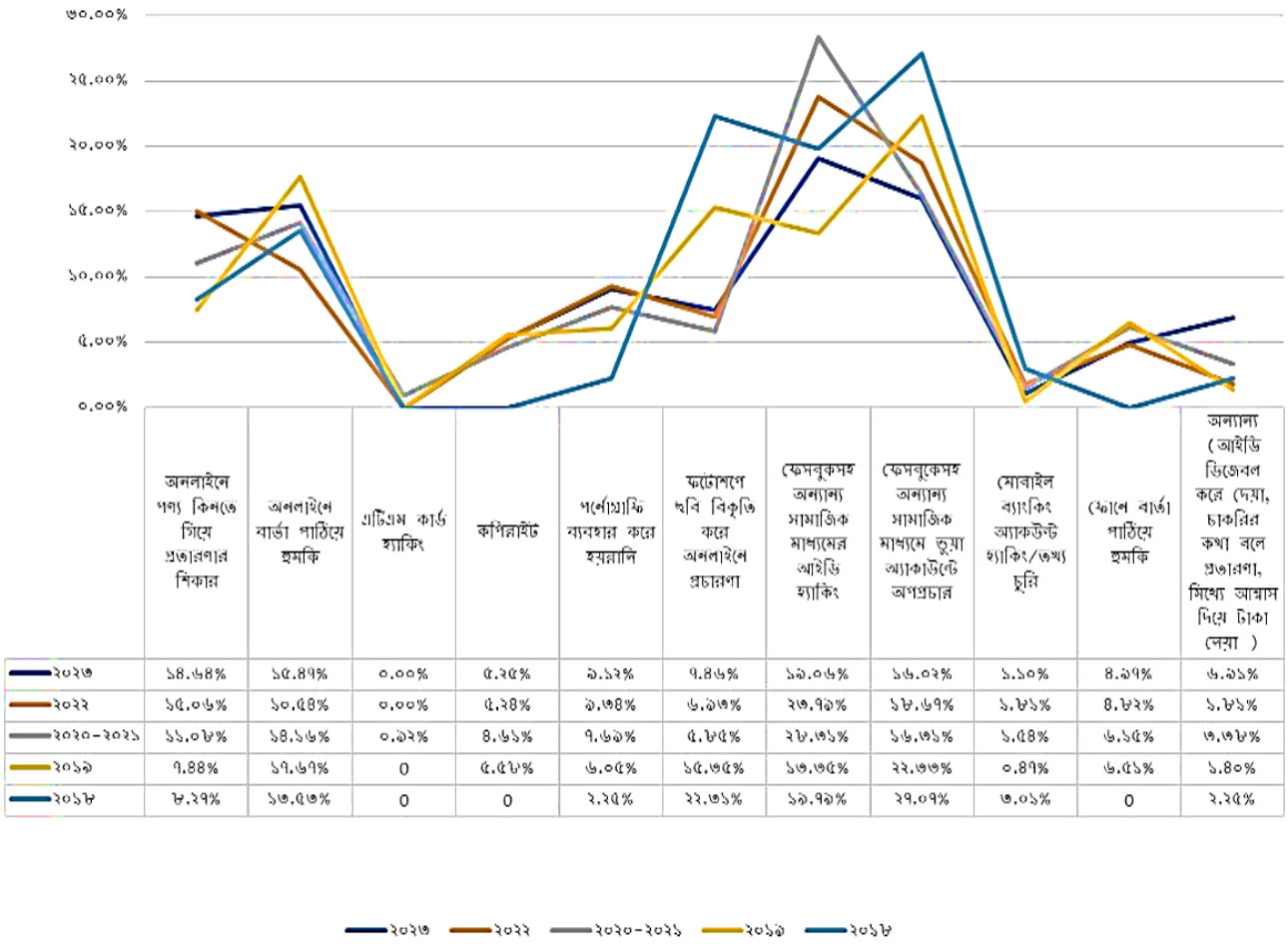

	অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার	অনলাইনে বার্তা পাঠিয়ে হুমকি	এটিএম কার্ড হ্যাকিং	কম্পিলাইট	পর্ণোগ্রাফি ব্যবহার করে হয়রানি	ফটোশপে ছবি বিকৃতি করে অনলাইনে প্রচারণা	ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের আইডি হ্যাকিং	ফেসবুকেসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্টে অপপ্রচার	মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকউন্ট হ্যাকিং/তথ্য চুরি	ফোনে বার্তা পাঠিয়ে হুমকি	অন্যান্য (আইডি ডিজেবল করে দেয়া, চাকরির কথা বলে প্রতারণা, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে টাকা নেয়া)
২০২৩	১৪.৬৪%	১৫.৪৭%	০.০০%	৫.২৫%	৯.১২%	৭.৪৬%	১৯.০৬%	১৬.০২%	১.১০%	৪.৯৭%	৬.৯১%
২০২২	১৫.০৬%	১০.৫৪%	০.০০%	৫.২৪%	৯.৩৪%	৬.৯৩%	২৩.৭৯%	১৮.৬৭%	১.৮১%	৪.৮২%	১.৮১%
২০২০-২০২১	১১.০৮%	১৪.১৬%	০.৯২%	৪.৬১%	৭.৬৯%	৫.৮৫%	২৮.৩১%	১৬.৩১%	১.৫৪%	৬.১৫%	৩.৩৮%
২০১৯	৭.৪৪%	১৭.৬৭%	0	৫.৫৮%	৬.০৫%	১৫.৩৫%	১৩.৩৫%	২২.৩৩%	০.৪৭%	৬.৫১%	১.৪০%
২০১৮	৮.২৭%	১৩.৫৩%	0	0	২.২৫%	২২.৩১%	১৯.৭৯%	২৭.০৭%	৩.০১%	0	২.২৫%

২০২৩ ২০২২ ২০২০-২০২১ ২০১৯ ২০১৮

চিত্র ২: অপরাধের ধরন অনুযায়ী পাঁচটি জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের পরিসংখ্যান

৮.২) শিশু ভুক্তভোগীদের হার বেড়েছে ১৪০ দশমিক ৮৭ শতাংশ

অন্তর্জালে শিশু ভুক্তভোগীদের হার ক্রমেই বাড়ছে, যা উদ্বেগজনক। ২০২৩ সালের জরিপে ভুক্তভোগীদের ১৪ দশমিক ৮২ শতাংশের বয়সই ১৮ বছরের নিচে, যা ২০১৮ সালের জরিপের তুলনায় ১৪০ দশমিক ৮৭ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি (২ শতাংশের বেশি) অপপ্রচারের শিকার হয় শিশুরা। বয়সভিত্তিক অপরাধের ধরনে ভুক্তভোগীদের মধ্যে তরুণরা (১৮-৩০ বছর) সর্বোচ্চ (১২ শতাংশের বেশি) একই ধরনের অপরাধের শিকার।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল ২০১৮ সাল হতে ২০১৯ সালে ৩১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ভুক্তভোগীদের শতকরা হারে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেলেও কোভিড-১৯ পরবর্তী বছরগুলোতে আবার এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমূখী প্রবণতা দেখা যায় যা সর্বশেষ শতকরা ২.৩২ হারে এসে দাঁড়িয়েছে।

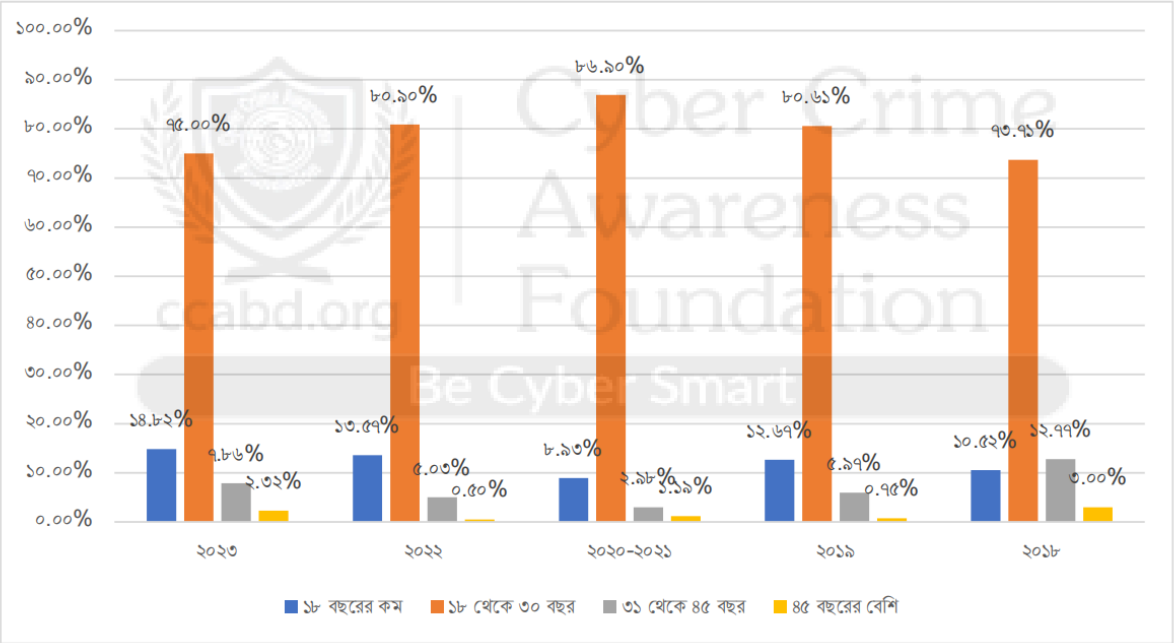

চিত্র ৩: পাঁচটি জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বয়সভিত্তিক ভুক্তভোগীর ধরন

৮.৩. ভুক্তভোগীদের সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশই তরুণ

সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২৩ সালের জরিপে ভুক্তভোগীদের ৭৫ শতাংশের বয়সই ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ২০১৮ সালের জরিপ থেকে এ পর্যন্ত একাধারে এই বয়সী ভুক্তভোগীর সংখ্যা সর্বোচ্চ এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্টে অপপ্রচার ও আইডি হ্যাকিংয়ের শিকার।

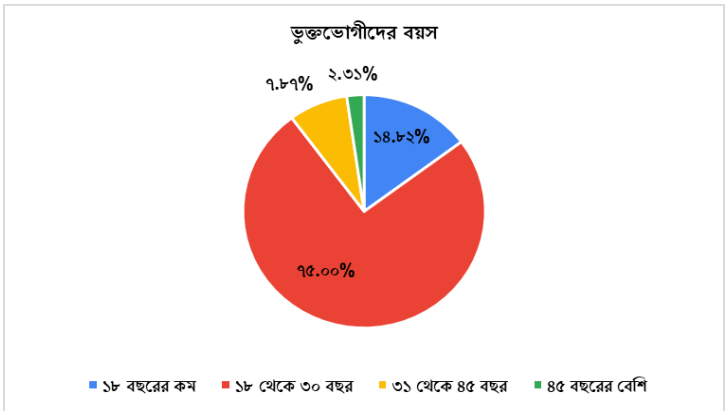

চিত্র ৪: ২০২৩ সালের জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বয়সভিত্তিক ভুক্তভোগীর ধরন

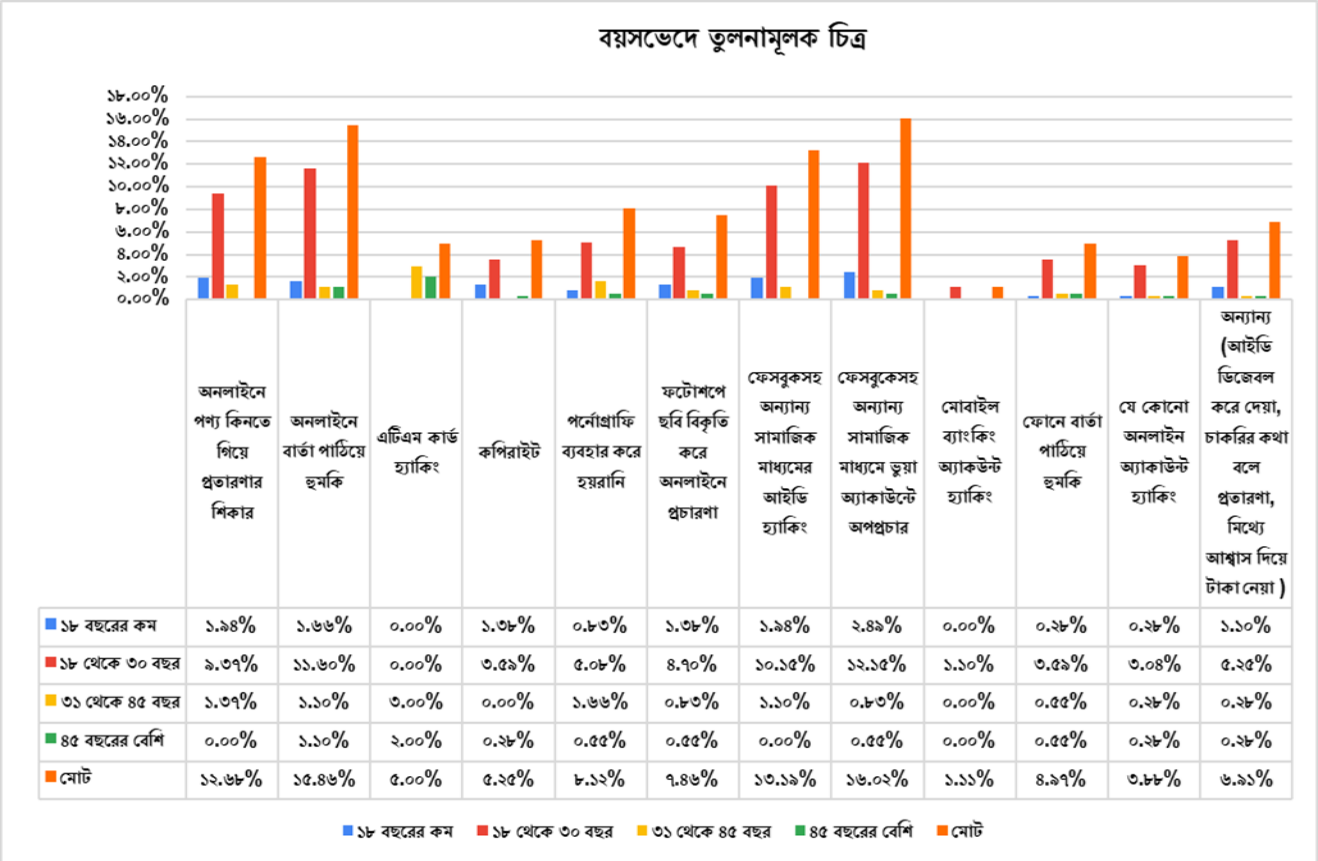

	অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার	অনলাইনে বার্তা পাঠিয়ে হুমকি	এটিএম কার্ড হ্যাকিং	কপিরাইট	পর্নোগ্রাফি ব্যবহার করে হয়রানি	ফটোশপে ছবি বিকৃতি করে অনলাইনে প্রচারণা	ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের আইডি হ্যাকিং	ফেসবুকেসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্টে অপপ্রচার	মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং	ফোনে বার্তা পাঠিয়ে হুমকি	যে কোনো অনলাইন অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং	অন্যান্য (আইডি ভিজেবল করে দেয়া, চাকরির কথা বলে প্রতারণা, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে টাকা নেয়া)
১৮ বছরের কম	১.৯৪%	১.৬৬%	০.০০%	১.৩৮%	০.৮৩%	১.৩৮%	১.৯৪%	২.৪৯%	০.০০%	০.২৮%	০.২৮%	১.১০%
১৮ থেকে ৩০ বছর	৯.৩৭%	১১.৬০%	০.০০%	৩.৫৯%	৫.০৮%	৪.৭০%	১০.১৫%	১২.১৫%	১.১০%	৩.৫৯%	৩.০৪%	৫.২৫%
৩১ থেকে ৪৫ বছর	১.৩৭%	১.১০%	৩.০০%	০.০০%	১.৬৬%	০.৮৩%	১.১০%	০.৮৩%	০.০০%	০.৫৫%	০.২৮%	০.২৮%
৪৫ বছরের বেশি	০.০০%	১.১০%	২.০০%	০.২৮%	০.৫৫%	০.৫৫%	০.০০%	০.৫৫%	০.০০%	০.৫৫%	০.২৮%	০.২৮%
মোট	১২.৬৮%	১৫.৪৬%	৫.০০%	৫.২৫%	৮.১২%	৭.৪৬%	১৩.১৯%	১৬.০২%	১.১১%	৪.৯৭%	৩.৮৮%	৬.৯১%

চিত্র ৫: ২০২৩ সালের জরিপে ভুক্তভোগীদের বয়স ও অপরাধের ধরনভিত্তিক পরিসংখ্যান

লক্ষণীয় দিক হল ১৮ বছরের কম এবং ১৮ থেকে ৩০ বছরের ভুক্তভোগীদের ক্ষেত্রে ফেসবুকেসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্টে অপপ্রচারজনিত অপরাধের শিকার হওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি (যথাক্রমে ২.৪৯% এবং ১২.১৫%)। তবে ৩১ থেকে ৪৫ বছরের ভুক্তভোগীদের অধিকাংশই যে অপরাধের শিকার হয় তা হল এটিএম কার্ড হ্যাকিং বা এটিএম কাডের্র তথ্য চুরি (৩.০০%)।

৮.৪) ভুক্তভোগীদের মধ্যে সামাজিক মাধ্যমের আইডি হ্যাকিংয়ের শিকার সর্বোচ্চ ২৫.১৮% নারী

জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যানে সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগীদের মধ্যে নারীদের হার বেশি (৫৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ)। তবে এর মধ্যে ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আইডি হ্যাকিং বিষয়ক অভিযোগ করেছেন সর্বোচ্চ ২৬ দশমিক ৮১ শতাংশ পুরুষ।

চিত্র ৬: জেন্ডারভত্তিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ২০২৩

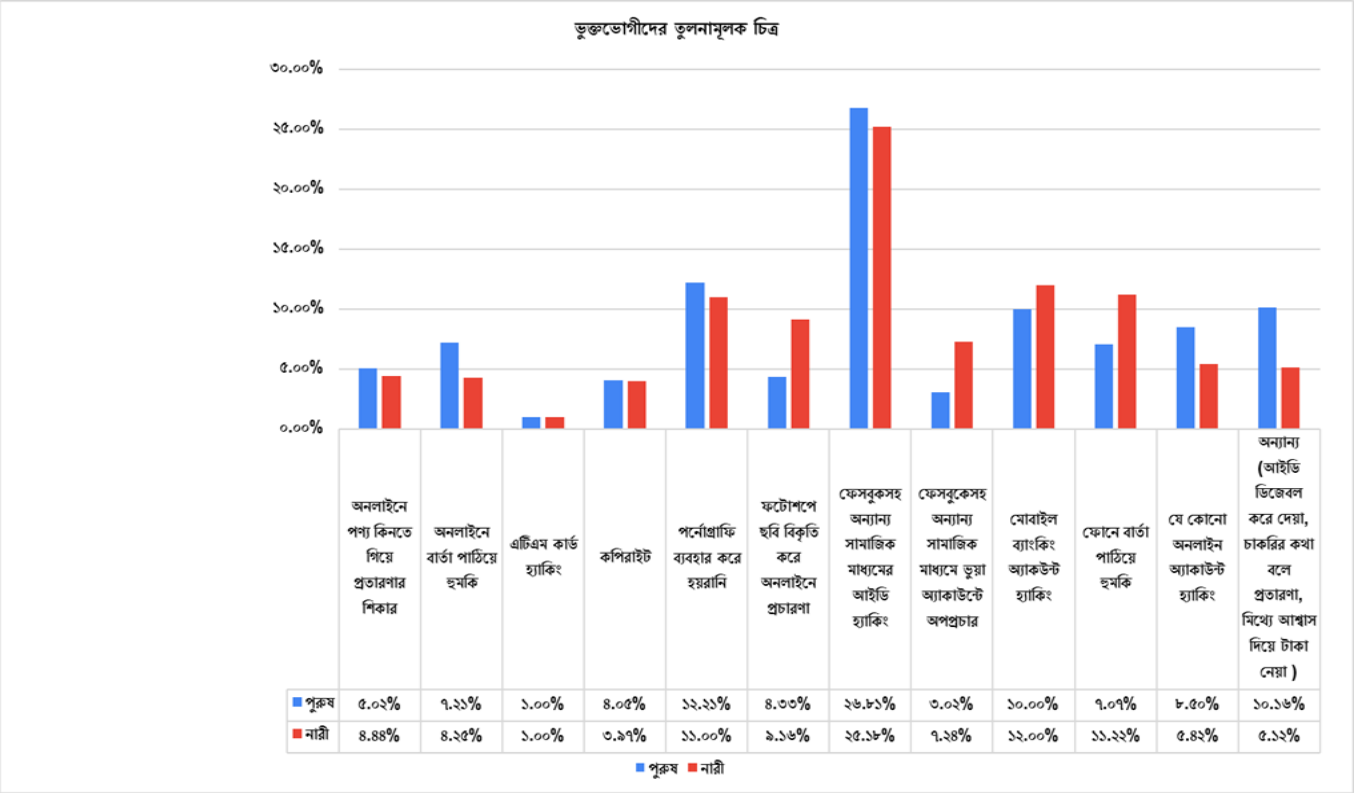

চিত্র ৭: ২০২৩ সালের জরিপে ভুক্তভোগীদের জেন্ডার ও অপরাধের ধরনভিত্তিক পরিসংখ্যান

৮.৫) সাইবার অপরাধে শীর্ষ অবস্থানে ঢাকা

সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে অত্যন্ড় লক্ষণীয় একটি বিষয় হল, অন্যান্য বিভাগের তুলনায় ঢাকা বিভাগে প্রায় সকল ধরনের সাইবার অপরাধের চিত্র তুলনামূলকভাবে বেশি আশংকাজনক। এর কারণ হল বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সাইবার অপরাধের শতকরা হার প্রায় সকল ক্ষেত্রে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। এ সকল অপরাধের মধ্যেও যে সাইবার অপরাধগুলোর দৌরাত্ম্য সবচেয়ে বেশি সেই ৩টি হল - অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার (১০.২২%), অনলাইনে বার্তা পাঠিয়ে হুমকি (১০.২২%) এবং ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের আইডি হ্যাকিং (১০.২২%)। এরপরেই দ্বিতীয় শীর্ষ সাইবার অপরাধপ্রবণ বিভাগের স্থান দখল করে রেখেছে চট্টগ্রাম।

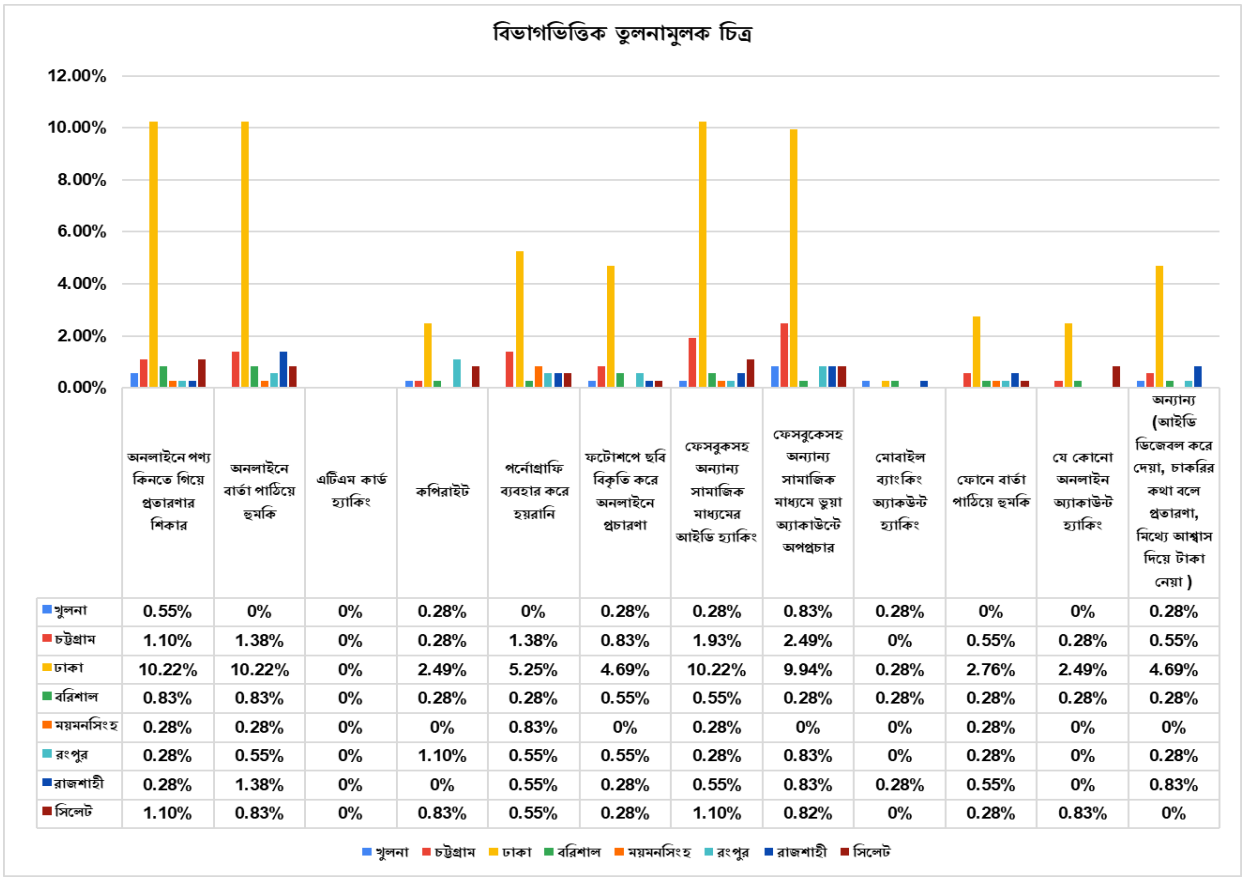

	অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার	অনলাইনে বার্তা পাঠিয়ে হুমকি	এটিএম কার্ড হ্যাকিং	কপিরাইট	পর্নোগ্রাফি ব্যবহার করে হয়রানি	ফটোশপে ছবি বিকৃতি করে অনলাইনে প্রচারণা	ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের আইডি হ্যাকিং	ফেসবুকেসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্টে অপপ্রচার	মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং	ফোনে বার্তা পাঠিয়ে হুমকি	যে কোনো অনলাইন অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং	অন্যান্য (আইডি ভিজেবল করে দেয়া, চাকরির কথা বলে প্রতারণা, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে টাকা নেয়া)
খুলনা	0.55%	0%	0%	0.28%	0%	0.28%	0.28%	0.83%	0.28%	0%	0%	0.28%
চট্টগ্রাম	1.10%	1.38%	0%	0.28%	1.38%	0.83%	1.93%	2.49%	0%	0.55%	0.28%	0.55%
ঢাকা	10.22%	10.22%	0%	2.49%	5.25%	4.69%	10.22%	9.94%	0.28%	2.76%	2.49%	4.69%
বরিশাল	0.83%	0.83%	0%	0.28%	0.28%	0.55%	0.55%	0.28%	0.28%	0.28%	0.28%	0.28%
ময়মনসিংহ	0.28%	0.28%	0%	0%	0.83%	0%	0.28%	0%	0%	0.28%	0%	0%
রংপুর	0.28%	0.55%	0%	1.10%	0.55%	0.55%	0.28%	0.83%	0%	0.28%	0%	0.28%
রাজশাহী	0.28%	1.38%	0%	0%	0.55%	0.28%	0.55%	0.83%	0.28%	0.55%	0%	0.83%
সিলেট	1.10%	0.83%	0%	0.83%	0.55%	0.28%	1.10%	0.82%	0%	0.28%	0.83%	0%

চিত্র ৮: বিভাগভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র

৮.৬) ভুক্তভোগীদের ৫৫ শতাংশেরই তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক আইন বিষয়ে জানেন না।

সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের জরিপে ভুক্তভোগীদের ৫৫.৫৬ শতাংশই বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক আইন সম্পর্কে জানেন না। গত পাঁচ বছর ধরেই ভুক্তভোগীদের গড়ে প্রায় অর্ধেকই আইন বিষয়ে অজ্ঞ।

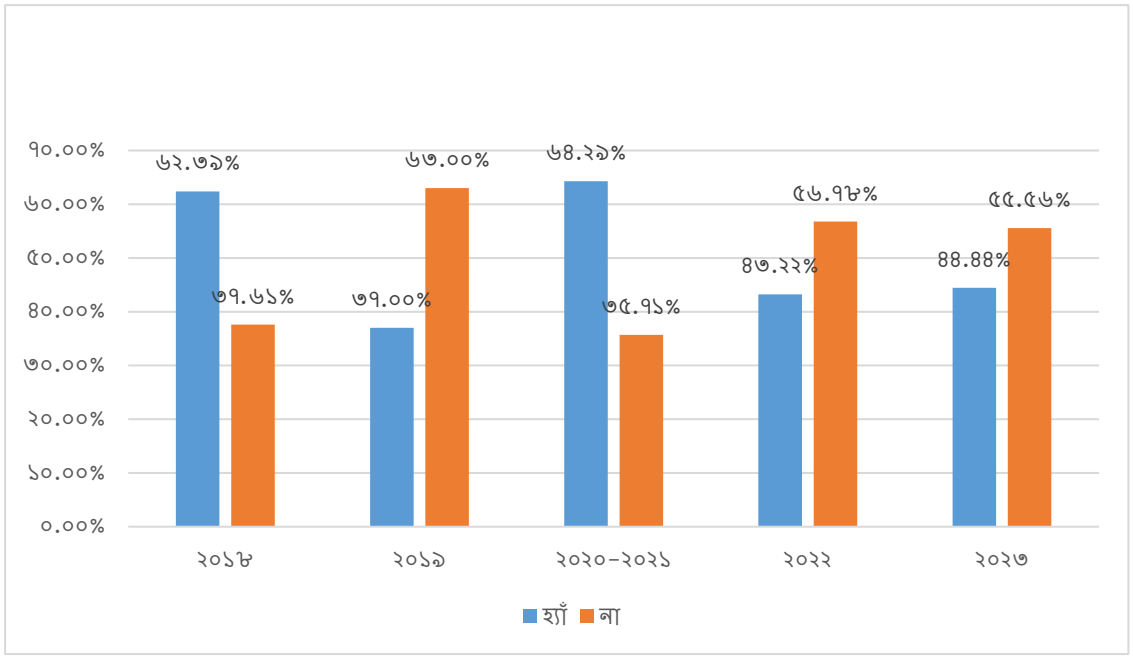

চিত্র ৯: পাঁচটি জরিপে ভুক্তভোগীদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আইন বিষয়ে জানা-না জানার চিত্র

৮.৭) আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে অভিযোগের হার দিন দিন কমছে

২০১৮ থেকে পাঁচটি জরিপে সাইবার অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীদের মাঝে কতজন আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করেছেন, তার ফলাফল উদ্বেগজনক। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভুক্তভোগীদের মধ্যে অভিযোগকারীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। ২০১৮ সালের জরিপে যেখানে অভিযোগকারীর শতকরা হার ছিল ৬১ শতাংশ, ২০২৩ এ গিয়ে তা কমে ২০ দশমিক ৮৩ শতাংশে নেমেছে।

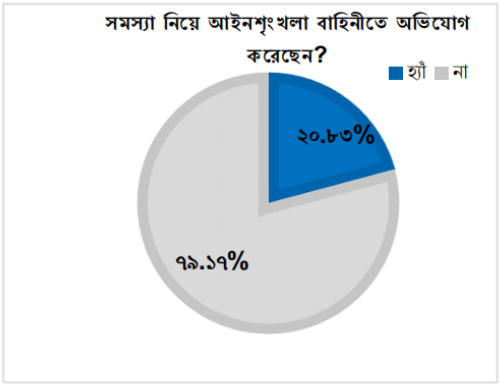

চিত্র ৯: আইনের আশ্রয় নেওয়ার চিত্র ২০২৩

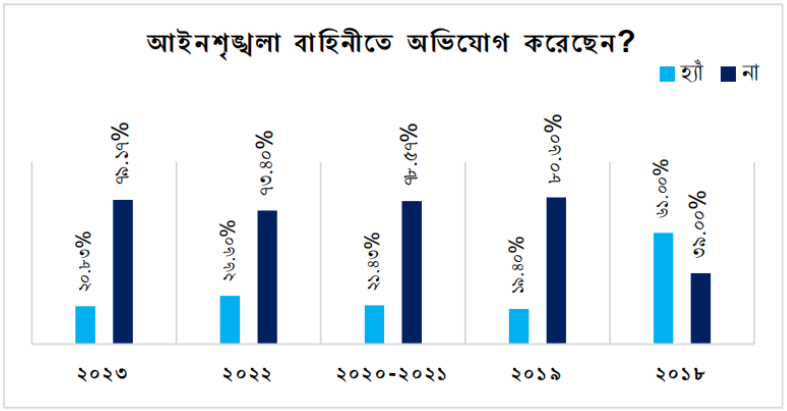

চিত্র ১০: পাঁচটি জরিপে ভুক্তভোগীদের আইনের আশ্রয় নেওয়ার চিত্র

৮.৮) আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার ৭ (সাত) কারণ

২০২৩ সালের জরিপ বলছে, আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হার (২৪ শতাংশ) ভুক্তভোগীদের সিংহভাগই জানে না কীভাবে আইনি ব্যবস্থা নিতে হয়। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে বিষয়টি গোপন রাখতে ২০ শতাংশ এবং তৃতীয়ত আইনি ব্যবস্থা নিয়ে উল্টো হয়রানির ভয়ের কথা জানিয়েছেন ১৮ শতাংশ ভুক্তভোগী।

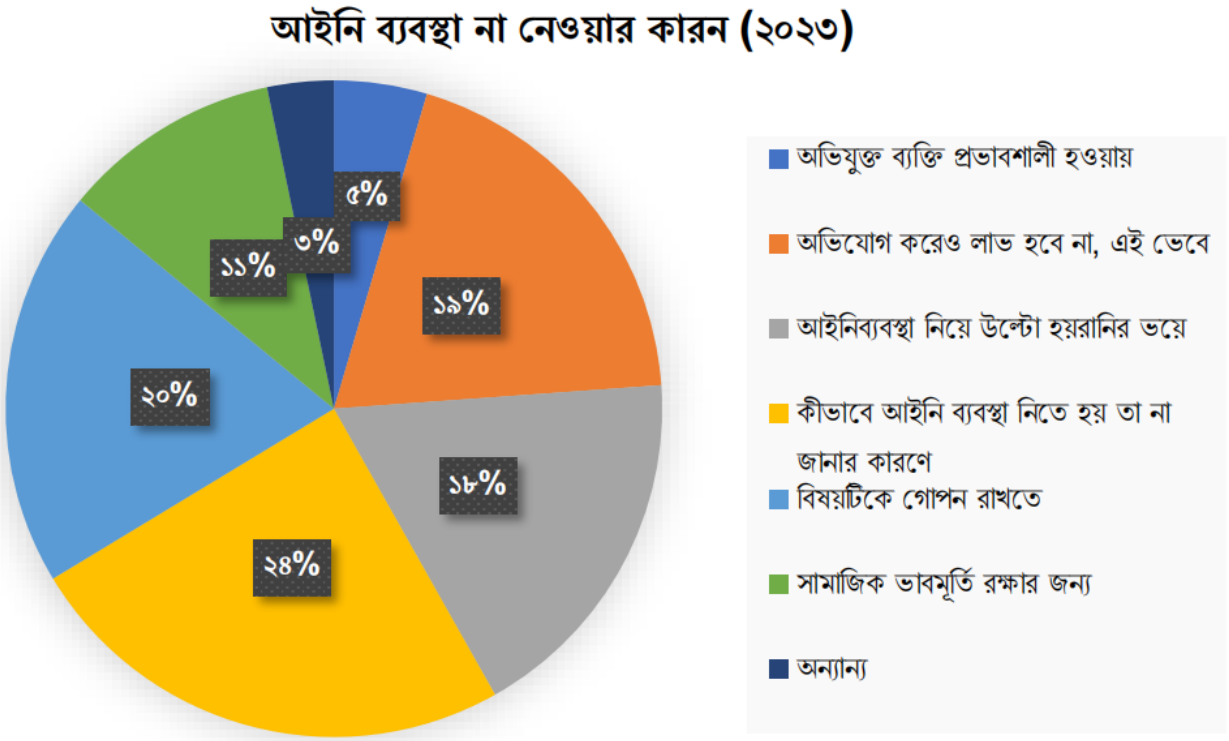

চিত্র ১১: ২০২৩ সালের জরিপে ভুক্তভোগীদের আইনের আশ্রয় না নেওয়ার কারণ

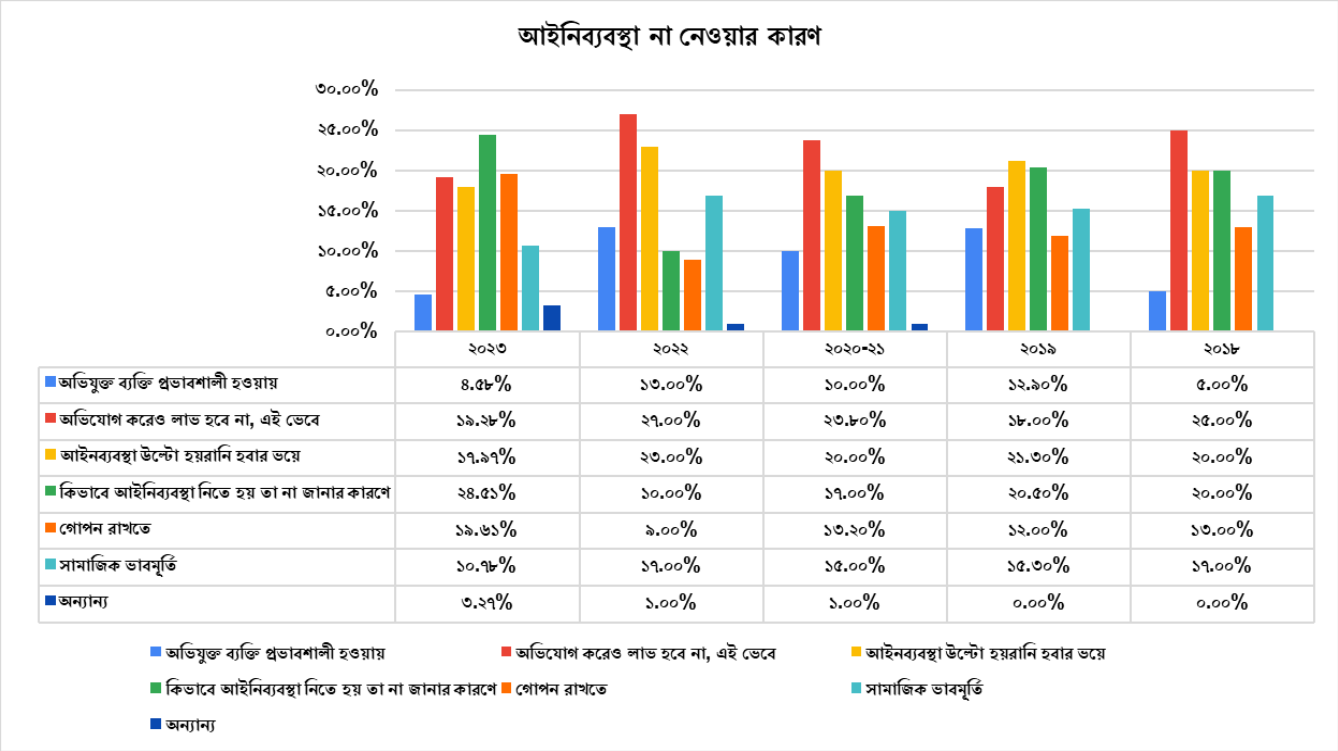

	২০২৩	২০২২	২০২০-২১	২০১৯	২০১৮
অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রভাবশালী হওয়ায়	৪.৫৮%	১৩.০০%	১০.০০%	১২.৯০%	৫.০০%
অভিযোগ করেও লাভ হবে না, এই ভেবে	১৯.২৮%	২৭.০০%	২৩.৮০%	১৮.০০%	২৫.০০%
আইনব্যবস্থা উল্টো হয়রানি হবার ভয়ে	১৭.৯৭%	২৩.০০%	২০.০০%	২১.৩০%	২০.০০%
কিভাবে আইনিব্যবস্থা নিতে হয় তা না জানার কারণে	২৪.৫১%	১০.০০%	১৭.০০%	২০.৫০%	২০.০০%
গোপন রাখতে	১৯.৬১%	৯.০০%	১৩.২০%	১২.০০%	১৩.০০%
সামাজিক ভাবমূর্তি	১০.৭৮%	১৭.০০%	১৫.০০%	১৫.৩০%	১৭.০০%
অন্যান্য	৩.২৭%	১.০০%	১.০০%	০.০০%	০.০০%

চিত্র ১২: বিগত পাঁচটি জরিপে ভুক্তভোগীদের আইনের আশ্রয় না নেওয়ার কারণ (২০১৮-২০২৩)

বিগত ৫ বছরের জরিপের ক্ষেত্রে একইভাবে লক্ষণীয় বিষয় হল কিভাবে আইনিব্যবস্থা নিতে হয়, সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে এসে ৪.৫১% বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৫১% এ দাঁড়িয়েছে। এর অন্যতম কারণ হল সাইবার অপরাধ সংক্রান্ড় আইন নিয়ে জনগণের মাঝে বিভ্রান্ড়ি দিন দিন বাড়ছে।

তবে কিছু দিক বিবেচনায় বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটাই ইতিবাচক। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখছি যে ২০২২ এর তুলনায় ২০২৩ এ এসে অভিযোগ করেও লাভ হবে না, এইভেবে আইনিপদক্ষেপ না নেয়ার হার ৭.৭২% হ্রাস পেয়ে ১৯.২৮% এ নেমে এসেছে এবং আইনিব্যবস্থা নিয়ে উল্টো হয়রানির ভয় কমে দাঁড়িয়েছে ১৭.৯৭%এ। আর এ ধরনের ইতিবাচক ফলাফলের পেছনে রয়েছে সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনআয়োজিত নানা কর্মসূচি এবং সরকার ও বেসরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করা এ ধরনের আরও নানা পদক্ষেপ।

৮.৯) আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পরও সন্তুষ্ট নয় ৮০ শতাংশ ভুক্তভোগী

২০২৩ এর জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যেসব ভুক্তভোগী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করেছেন, তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই অভিযোগের পর আশানুরূপ ফল নিয়ে অসন্তুষ্ট। তবে ২০২২ সালের জরিপে আগের বছরের তুলনায় বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য সেই বছরের জরিপে ৩৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ ভুক্তভোগীই এই বিষয়ে মন্তব্য করেননি। বিপরীত এবারের জরিপে সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয়ে মন্তব্য না করার হার ছিল ৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

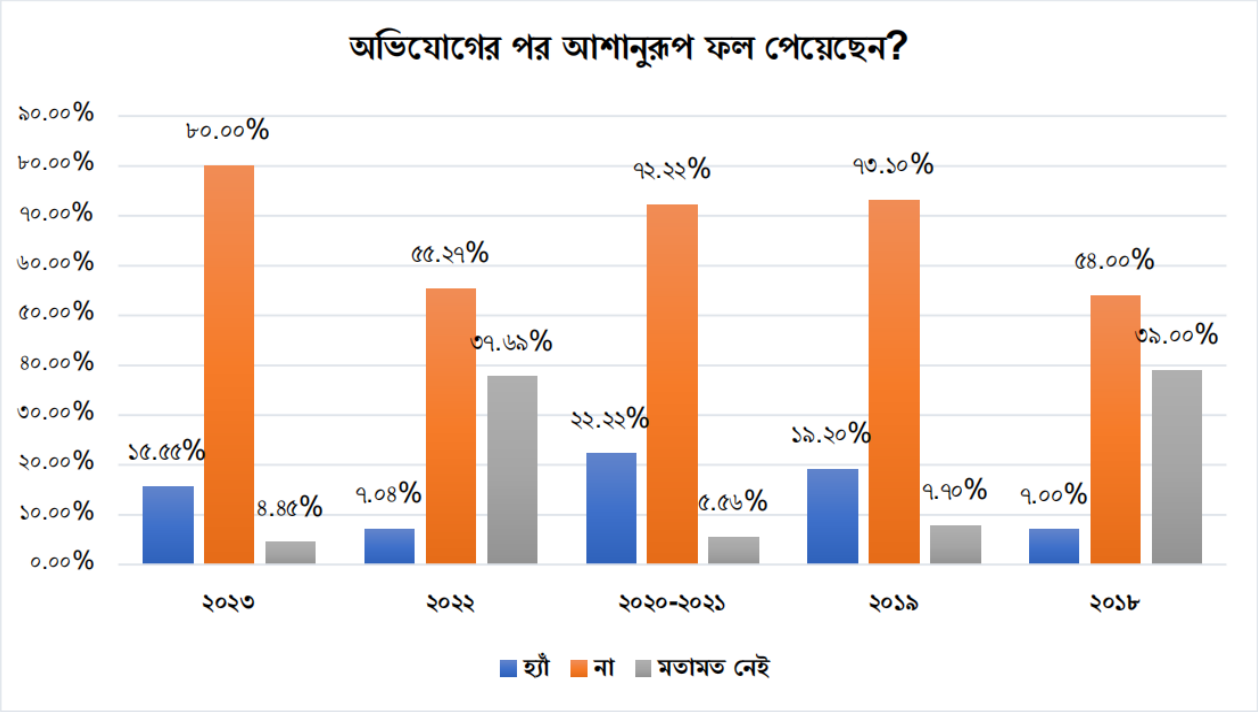

চিত্র ১৩: পাঁচটি জরিপে ভুক্তভোগীদের আইনের আশ্রয় নিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়ার চিত্র

৯. সুপারিশমালা

স্বল্পমেয়াদী ব্যক্তি

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভুক্তভোগীর তালিকায় শীর্ষে। সুতরাং তাদের মাঝে বেশি বেশি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. একই পাসওয়ার্ড বার বার ব্যবহার না করা।

৩. অনেকেই পাসওয়ার্ডকে জটিল ও দীর্ঘ করতে গিয়ে ভুলে যাওয়াসহ বিভিন্ন ঝামেলায় পড়েন। সেক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড হিসেবে পছন্দের কোনো একটি বাক্য ব্যবহার করা যেতে পারে। একইসঙ্গে আইডি লগইনে টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন বা দুই স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থার ব্যবহার করা।

৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা।

৫. নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ার সেটিংসে গিয়ে প্রাইভেসি বিষয়ক ফিচারগুলো পড়া এবং নতুন যোগ হওয়া ফিচারগুলো সম্বন্ধে ধারণা নেওয়া।

৬. বছরে অন্তত তিন বার পাসওয়ার্ড বদলানো।

প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রীক

৭. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের ইমেল ব্যবহারে বাধ্যতামূলক টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করা

৮. সহকর্মীদের মাঝে কোন ইমেইল বিতরণের ক্ষেত্রে অনেককে একসাথে ইমেইল না পাঠানো। প্রয়োজনে 'বিসিসি' অপশন ব্যবহার করে সবাইকে ইমেইল করা।

৯. কোনো ধরনের লটারি বা পুরস্কারের তথ্য সম্বলিত ইমেইল অন্য কাউকে ফরোয়ার্ড না করা।

দীর্ঘমেয়াদী

(প্রতিষ্ঠান/স্বেচ্ছাসেবী প্ল্যাটফর্ম ও পলিসি/সরকার কেন্দ্রীক)

১০. ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট বাড়ছে। ফলে চাকরি দাতা ও চাকরি গ্রহিতা দুজনেই এখন অনলাইনে যোগাযোগ করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এখনো পর্যন্ত ডিজিটাল লিটারেসিতে অনেক পিছিয়ে আছে। তারা যদি ডিজিটাল বিশ্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখতেন, তাহলে অনলাইনে যোগাযোগ করা ও লেনদেনে তারা আরো সতর্ক হতেন। সুতরাং এ বিষয়ে ব্যাপক সরকারি প্রচার-প্রচারণার পাশাপাশি কার্যকরী উদ্যোগও নিতে হবে।

১১. সাইবার অপরাধের শিকার হয়ে অভিযোগ করার পর আশানুরূপ ফল না পেলে অভিযোগকারীরা এই প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারেন। সুতরাং সকল অভিযোগের তড়িৎ সমাধান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

১০. উপসংহার

বাংলাদেশের সাইবার অপরাধ পরিস্থিতি সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে কিছু উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যার সমাধানের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ এবং অংশীজনদের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ডিজিটাল অবকাঠামো এবং প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সাইবার হুমকি এবং আক্রমণের জন্য ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাইবার দুর্বৃত্তরা দেশের ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে, ব্যক্তি, ব্যবসা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্য করে বিভিন্নভাবে ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে আর্থিক ক্ষতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার উপর হুমকি তৈরি হতে পারে।

যদিও বাংলাদেশ সরকার নীতিমালা প্রণয়ন, আইনি কাঠামো বাড়ানো এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে, তবে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। ইন্টারনেট সংযোগের বিস্তার, অত্যাধুনিক সাইবার অপরাধ নেটওয়ার্কের উত্থান এবং সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা ও দক্ষ সাইবার নিরাপত্তা পেশাদারদের অভাব সাইবার অপরাধের ল্যান্ডস্কেপ জটিলতায় ভূমিকা রাখে। সাইবার অপরাধকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে, বাংলাদেশকে অবশ্যই সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত সাইবার নিরাপত্তা প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ, সাইবার নিরাপত্তা শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির প্রচার এবং সরকারি-বেসরকারি খাত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাইবার নিরাপত্তা কাঠামোতে অংশগ্রহণ এবং সীমানা অতিক্রম করে সাইবার হুমকি মোকাবিলা করতে কার্যকরভাবে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানে সহযোগিতা বাড়ানো।

ব্যক্তি পর্যায়ে সাইবার অপরাধের ধরন ও প্রক্রিয়াই এমন যে এখানে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবজীবনে সমস্যাগুলোর সমাধানে বন্ধু, পরিবার, সহপাঠী কিংবা যে কেউ সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু ভার্চুয়ালজগতে 'নিজেই নিজের রক্ষক'- এ কথাই বেশি প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীকে তথ্যের সুরক্ষা, নিরাপত্তাব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

একটি দক্ষ সাইবার নিরাপত্তা কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা এবং সাইবার নিরাপত্তা-সচেতনতার সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে পারে। এর মাধ্যমে সাইবার হুমকি দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকি কমাতে পারে। অধিকন্তু, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং তথ্য আদান-প্রদান সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের প্রত্যাশা, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীদারদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে সাইবার কূটনীতি জোরদারের মাধ্যমে সাইবারজগতে নিরাপত্তা কাঠামো আরো সুসংহত হবে।

প্রত্যাশা করা যায়, ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ পরিস্থিতির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে ডিজিটাল অবকাঠামো রক্ষা এবং নাগরিক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়িত হবে। এজন্য সর্বাত্মক জনসচেতনতা গড়ে তুলে প্রযুক্তি ব্যবহারে নাগরিকের অভ্যাস ও আচরণগত উন্নয়ন অপরিহার্য। তবেই প্রতিষ্ঠিত হবে জাতীয় নিরাপদ সাইবার সংস্কৃতি।

সংযুক্তি ১: জরিপের তথ্য সংগ্রহের ফরমের নমুনা

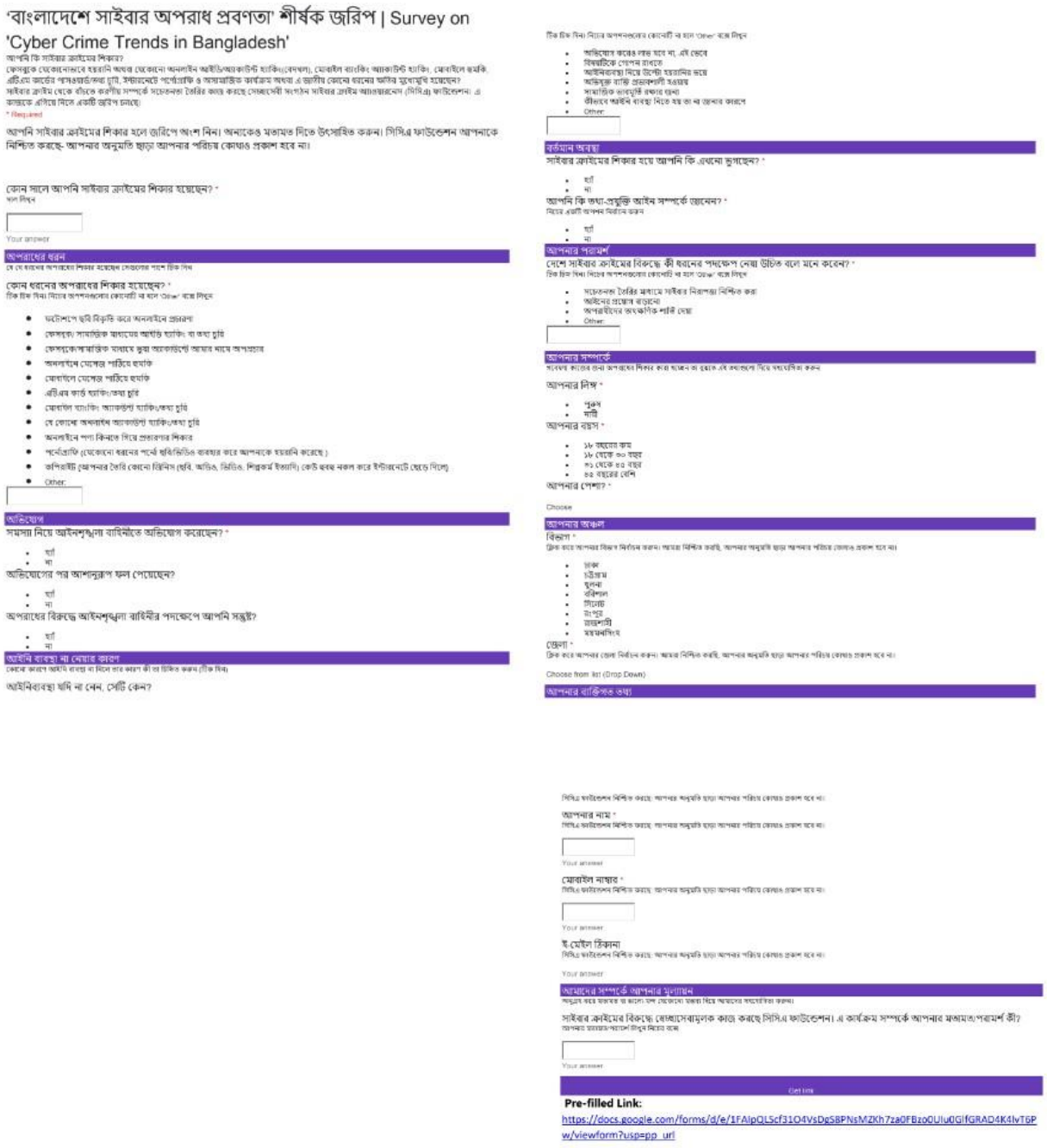

'বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ প্রবণতা' শীর্ষক জরিপ | Survey on 'Cyber Crime Trends in Bangladesh'

আপনি কি সাইবার ক্রাইমের শিকার?

ফেসবুকে যেকোনোভাবে হয়রানি অথবা যেকোনো অনলাইন আইডি/অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং(বেদখল), মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং, মোবাইলে হুমকি, এটিএম কার্ডের পাসওয়ার্ড/তথ্য চুরি, ইন্টারনেটে পর্ণোগ্রাফি ও অসামাজিক কার্যক্রম অথবা এ জাতীয় কোনো ধরনের অপরাধের মুখোমুখি হয়েছেন? সাইবার ক্রাইম থেকে বাঁচতে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির কাজ করছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস (সিসিএ) ফাউন্ডেশন। এ কাজকে এগিয়ে নিতে একটি জরিপ চলছে।

* Required

আপনি সাইবার ক্রাইমের শিকার হলে জরিপে অংশ নিন। অন্যকেও মতামত দিতে উৎসাহিত করুন। সিসিএ ফাউন্ডেশন আপনাকে নিশ্চিত করছে- আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার পরিচয় কোথাও প্রকাশ হবে না।

কোন সালে আপনি সাইবার ক্রাইমের শিকার হয়েছেন? *
সাল লিখুন

Your answer

অপরাধের ধরন
যে যে ধরনের অপরাধের শিকার হয়েছেন সেগুলোর পাশে টিক দিন

কোন ধরনের অপরাধের শিকার হয়েছেন? *
টিক চিহ্ন দিন। নিচের অপশনগুলোর কোনোটি না হলে 'Other' বক্সে লিখুন

- ফটোশপে ছবি বিকৃতি করে অনলাইনে প্রচারণা
- ফেসবুক/ সামাজিক মাধ্যমে আইডি হ্যাকিং বা তথ্য চুরি
- ফেসবুক/সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্টে আমার নামে অপপ্রচার
- অনলাইনে মেসেজ পাঠিয়ে হুমকি
- মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে হুমকি
- এটিএম কার্ড হ্যাকিং/তথ্য চুরি
- মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং/তথ্য চুরি
- যে কোনো অনলাইন অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং/তথ্য চুরি
- অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার
- পর্নোগ্রাফি (যেকোনো ধরনের পর্নো ছবি/ভিডিও ব্যবহার করে আপনাকে হয়রানি করেছে)
- কপিরাইট (আপনার তৈরি কোনো জিনিস (ছবি, অডিও, ভিডিও, শিল্পকর্ম ইত্যাদি) কেউ হুবহু নকল করে ইন্টারনেটে ছেড়ে দিলে)
- Other:

অভিযোগ

সমস্যা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে অভিযোগ করেছেন? *

- হ্যাঁ
- না

অভিযোগের পর আশানুরূপ ফল পেয়েছেন?

- হ্যাঁ
- না

অপরাধের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পদক্ষেপে আপনি সন্তুষ্ট?

- হ্যাঁ
- না

আইনি ব্যবস্থা না নেয়ার কারণ
কোনো কারণে আইনি ব্যবস্থা না নিলে তার কারণ কী তা চিহ্নিত করুন (টিক দিন)

আইনিব্যবস্থা যদি না নেন, সেটি কেন?
টিক চিহ্ন দিন। নিচের অপশনগুলোর কোনোটি না হলে 'Other' বক্সে লিখুন

- অভিযোগ করেও লাভ হবে না, এই ভেবে
- বিষয়টিকে গোপন রাখতে
- আইনিব্যবস্থা নিয়ে উল্টো হয়রানির ভয়ে
- অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রভাবশালী হওয়ায়
- সামাজিক ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য
- কীভাবে আইনি ব্যবস্থা নিতে হয় তা না জানার কারণে
- Other:

বর্তমান অবস্থা

সাইবার ক্রাইমের শিকার হয়ে আপনি কি এখনো ভুগছেন? *

- হ্যাঁ
- না

আপনি কি তথ্য-প্রযুক্তি আইন সম্পর্কে জানেন? *
নিচের একটি অপশন নির্বাচন করুন

- হ্যাঁ
- না

আপনার পরামর্শ

দেশে সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে মনে করেন? *
টিক চিহ্ন দিন। নিচের অপশনগুলোর কোনোটি না হলে 'Other' বক্সে লিখুন

- সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- আইনের প্রয়োগ বাড়ানো
- অপরাধীদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়া
- Other:

আপনার সম্পর্কে
গবেষণা কাজের জন্য অপরাধের শিকার কারা বেশি তা বুঝতে এই তথ্যগুলো দিয়ে সহযোগিতা করুন

আপনার লিঙ্গ *

- পুরুষ
- নারী

আপনার বয়স *

- ১৮ বছরের কম
- ১৮ থেকে ৩০ বছর
- ৩১ থেকে ৪৫ বছর
- ৪৫ বছরের বেশি

আপনার পেশা? *

Choose

আপনার অঞ্চল

বিভাগ *
ক্লিক করে আপনার বিভাগ নির্বাচন করুন। আমরা নিশ্চিত করছি, আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার পরিচয় কোথাও প্রকাশ হবে না।

- ঢাকা
- চট্টগ্রাম
- খুলনা
- বরিশাল
- সিলেট
- রংপুর
- রাজশাহী
- ময়মনসিংহ

জেলা *
ক্লিক করে আপনার জেলা নির্বাচন করুন। আমরা নিশ্চিত করছি, আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার পরিচয় কোথাও প্রকাশ হবে না।

Choose from list (Drop Down)

আপনার ব্যক্তিগত তথ্য

সিসিএ ফাউন্ডেশন নিশ্চিত করছে: আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার পরিচয় কোথাও প্রকাশ হবে না।

আপনার নাম *
সিসিএ ফাউন্ডেশন নিশ্চিত করছে: আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার পরিচয় কোথাও প্রকাশ হবে না।

Your answer

মোবাইল নাম্বার *
সিসিএ ফাউন্ডেশন নিশ্চিত করছে: আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার পরিচয় কোথাও প্রকাশ হবে না।

Your answer

ই-মেইল ঠিকানা
সিসিএ ফাউন্ডেশন নিশ্চিত করছে: আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার পরিচয় কোথাও প্রকাশ হবে না।

Your answer

আমাদের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন

সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করছে সিসিএ ফাউন্ডেশন। এ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মতামত/পরামর্শ কী?

Your answer

Get link

Pre-filled Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf31O4VsDgSBPNsMZKh7za0FBzo0UIu0GlfGRAD4K4lvT6Pw/viewform?usp=pp_url

সমাপ্তি